https://boierpathshala.blogspot.com

https://boierpathshala.blogspot.com

।। মুন্নু ।।

(কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)

ব্রিজিৎ কর

https://boierpathshala.blogspot.com

// ১ //

পালঙ্কের ওপর শুয়ে থাকা অর্ধনগ্ন লীলার শরীরটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন রায়বাহাদুর প্রতাপনারায়ণ। তার হাতে ধরা হুঁকোখানায় গড়গড় করে টান দিতে দিতে আরেকবার যেন মেপে নিচ্ছিলেন তার এই প্রমোদ তরীর সবচাইতে সুন্দর ভাস্কর্যটিকে। লীলা, বয়স ষোলো কি সতেরো হবে। জেলে পাড়ার মেয়ে। যেমনি তার গায়ের কনকচাঁপা রঙ তেমনি অপরুপ দেহ সৌষ্ঠব। যেদিন প্রথম রায়বাহাদুরের চোখে পড়ে সেইদিনই তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন এমন সুন্দর রমণীরত্নটিকে তিনি হাত ছাড়া করবেন না কোনোমতেই।

এমনিতে রায়বাহাদুরের চরিত্র সম্পর্কে কাকজিলার মানুষজন কমবেশি সকলেই জানেন। ঘরে তার তিন তিনখানা স্ত্রী থাকতেও মাঝে মধ্যেই যে তিনি নতুন নতুন উপপত্নী গ্রহণ করেন সে বিষয়েও কানাঘুষো অনেক খবর পাওয়া যায়। লোকে বলে জমিদারদের রক্তেই নাকি ও দোষ আছে। তা হবে নাই বা কেন। রায়বাহাদুর প্রতাপনারায়ণ কি যে সে লোক। যেমনি দীর্ঘ সৌম্যকান্তি চেহারা তার তেমনি পেশল সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব। তেজ তার সিংহকেও হার মানায়। দেখে কেউ বলবেই না এই বছর তিনি সাইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশে পা দিলেন।

আর শুধু কি তিনি জমিদারি করেন! ফি মাস কলিকাতা শহরে সাহেবদের কাছে তলব পড়ে তার। শোনা যায় বড় বড় ইংরেজ সাহেবরা পর্যন্ত তাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে, মাঝে মাঝেই বিশেষ প্রয়োজনে ডাক দেয় খাস কলিকাতায়। এ ছাড়াও কাপড়ের কারবার তো আছেই। ইদানিংকালে "রায়বাহাদুর" খেতাব পেয়ে প্রতাপনারায়ণ কলিকাতার বাবু মহলেও জাতে উঠেছেন।

https://boierpathshala.blogspot.com

তা এত বৃহৎ মাপের মানুষের এত ক্ষুদ্র দোষ চোখে না পড়ার মতোই। আর পড়লেই বা কি! তার সামনে চোখ তুলে কথা বলবে এমন সাধ্যি আছে বুঝি কারুর কাকজিলায়? তাই প্রজারা চোখ বুজেই থাকেন। রায়বাহাদুরও নিজের মনের মতন একেকটি সদ্য ফোটা ফুল কাকজিলার বিভিন্ন বাগান থেকে তুলে তুলে আনেন নিজের মনমর্জি মত। এই যেমন এই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছেন কাকজিলার জেলে পাড়া থেকে।

লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও যেন বিভোর হয়ে যান রায়বাহাদুর। এই মুহূর্তে তার বজরাখানা মৃদু মন্দ গতিতে ভেসে চলছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। এই কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মারছে সমুদ্রের শান্ত দৃশ্য যা তার চোখকে প্রশান্তি দিচ্ছে । তারই সঙ্গে ওই গবাক্ষের গরাদ গলে ভেসে আসা পড়ন্ত দুপুরের রোদ্দুর আলপনা আঁকছে করছে লীলার মুখে, গলায়, অর্ধাবৃত বক্ষ বিভাজিকায়। উফ! এই মেয়েটির নেশা যেন তাকে ছাড়ছেই না।

অন্যান্য মেয়ে হলে এতদিনে কলিকাতা শহরে কোনো না কোনো সাহেব বা বাবুর বিছানায় শয্যাসঙ্গীনী হয়ে যেত। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে কিসের যে অদৃশ্য মোহের বন্ধন ঘটেছে কে জানে! রায়বাহাদুর এই মেয়েটিকে প্রাণ থাকতে অন্য কারুর হাতে তুলে দিতে পারবেন না। সে যত বড়ই অর্থের বিনিময়ে হউক না কেন। অথচ এই বিধবা মাগীকে বিয়ে করে ঘরে তুলবেন এমন ক্ষমতাও ওনার নেই। ইচ্ছেও যে আছে তা নয়। লোকচক্ষুর আড়ালে যাই চলুক, সমাজে তার একটা ভাবমূর্তি আছে। এক সামান্য নারীর মোহবশে অন্ধ হয়ে সে ভাবমূর্তি তিনি খুইতে পারবেন না।

অথচ এই মেয়েটিকে ছেড়ে থাকাও বড় কষ্টকর। নিজের কলিকাতার বাগান বাড়িতে একে নিয়ে গিয়ে তুললে কেমন হয়? হুঁকো টানতে টানতে কথাখানা ভাবছেন এমনি সময় লীলা ঘুম ভেঙে শয্যায় উঠে বসল। ঘুমের চটকাটা কাটতেই রায়বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ দৃষ্টিতে হেসে উঠল লীলা, তারপর বুকের বাস টেনে শুধালো " এমন করে কী দেখছেন গা? আমার নজ্জা করে না বুঝি!"

-" বেবুশ্যে মাগীর আবার লজ্জা!"- হুঁকো টানতে টানতেই হেসে গড়িয়ে পড়েন প্রায় রায়বাহাদুর, " তোকে দেখছিলাম এক মনে। ভারী সুন্দর লাগে তোকে ঘুমালে।"

-" যান আর বলতে হবে না। আপনার সাথে আমার কথা নেই। বেবুশ্যে বলে দিনরাত দূরে ঠেলেন খালি। হু!"

লীলা এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর শাড়িখানা ঠিক করে পরতে পরতে রায়বাহাদুরকে দেখিয়ে মুখে ভেংচি কাটে। রায়বাহাদুরও অশ্লীল একটা ইঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দেন। এরপর লীলা সামনে কাঠের চৌপায়াতে রাখা ফলের রেকাবি থেকে একখানা আপেল তুলে নেয়। নিজের মনে খেতে খেতেই ফের জিজ্ঞেস করে, " আচ্ছা ঝড় থেমে গেছে কি? বাইরে তেমন আওয়াজ শুনছি নে।"

-" কখন থেমে গেছে! ওই তো জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই দেখতে পাবি।"

লীলা সচকিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গবাক্ষের দিকে তাকায়। তারপর এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকেই কি যেন একমনে ভাবতে থাকে। এরপর কে

https://boierpathshala.blogspot.com

জানে কি হয়! আচমকাই একছুট্টে এসে রায়বাহাদুরকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদতে শুরু করে সে।

-" আরে আরে কাঁদার কি হল এমন! এই মেয়ে কাঁদিস কেন?"- রায়বাহাদুর লীলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করেন। তার পেশল বক্ষে লীলার নরম গালের স্পর্শ সারা শরীরে একটা অদ্ভুত শিহরণ সঞ্চার করে যেন।

-" আমার সমুদ্দুর ভালো লাগে না। বড্ড ভয় লাগে।"- কাঁদতে কাঁদতেই লীলা উত্তর দেয়।

-" ভয়! সমুদ্রে ভয় পাওয়ার কি হল আবার?"

-" এই সমুদ্দুরেই যে আমার বরটা ডুবে মরল। সেই একদিন বলে গেল মাছ এনে খাওয়াবে। আমি কত করে কইলুম ঝড় উঠবে যেওনি। শুনলেই না। সেই যে গেল আর ফিরল না। আমার ভয় হয়, এই সমুদ্দুর যদি আপনাকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়!"

রায়বাহাদুর হাসলেন। পাগলী মেয়ের কান্ড দেখে না হাসা ছাড়া উপায় আছে! এই কারণেই বোধহয় আর পাঁচটা মেয়ের মত এই মেয়েটিকে তিনি অত সহজে দূরে ঠেলতে পারেন না। এর আগে যতগুলি কিশোরীকে তিনি নিজের শয্যা সঙ্গিনী করেছেন তারা কেউই লীলার মত নয়। লীলার মত স্বাভাবিক, লীলার মত প্রাণ চঞ্চল, লীলার মত যৌবনোচ্ছল আরেকটি কিশোরীও তিনি এযাবৎকাল দেখেননি। সবচাইতে বড় কথা লীলার মত

সহজে তাকে কেউ গ্রহণও করেনি এর আগে। সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করেছে হয় ভয়ে নাহয় অসহায়তায়।

- " এই যে আপনি হাসছেন কেন? আমার কান্না দেখে আপনার বুঝি খুব মজা লাগে?"- লীলা রায়বাহাদুরকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এবার চোখের জল মুছতে লাগল।

-" কই না তো! আমি হাসিনি তো। ভুল দেখেছিস।"- হুঁকোয় টান দিতে দিতে রায়বাহাদুর এবার দুস্টুমি করে লীলার আঁচল ধরে টান দেয়।

-" এই ছাড়ুন, ভালো হবে না বলছি!"

রায়বাহাদুর আর তার নবতম প্রেয়সীর এই দড়ি কষাকষি জমেই উঠেছিল এমনি সময় বাইরে হঠাৎ হই হট্টগোল শোনা গেল।

-" বাইরে মনে হয় কিছু হয়েছে।"- লীলা এবার শাড়ির আঁচলটা এক টানে রায়বাহাদুরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে নিল, " চলুন না দেখি কি হল!"

-" ওসব মাঝি মাল্লাদের হই হট্টগোল। নির্ঘাত কিছু নিয়ে ঝগড়া লেগেছে। ওসবে গা করিস না। আয়, আমার মাথাটা একটু টিপে দে দেখি। বড্ড দপদপ করছে।"

-" পারব না!"- লীলা ফের মুখ ভেংচায়, " সারাদিন ওই হুঁকা টানলে মাথা কেন সারা শরীর দপদপ করবে। আপনি থাকুন এখানে। আমি বাইরে গেলুম কি হয়েছে দেখতে।"

রায়বাহাদুরকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই লীলা বাইরের দিকে ছুট লাগাল।

-" লীলা এই লীলা...দাঁড়া বলছি...উফ এই মেয়েকে নিয়ে আর পারা গেল না!"- রায়বাহাদুরও এবার আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেওয়ালে টাঙানো আয়নাতে নিজেকে দেখতে লাগলেন। বুকের বাঁদিকে আঁচড়ের দাগ... লীলার কান্ড! হালকা জ্বালা জ্বালা করছে বটে তবে এইরকম ক্ষত রায়বাহাদুরের ভালোই লাগে। তিনি নিজে শিকারী মানুষ, উদ্দাম বন্যতা তার ভালো লাগারই কথা। বুকের ওই জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে তিনি লীলার কথা ভাবছিলেন এমনি সময় হঠাৎ বাইরে থেকে লীলার চিৎকার ভেসে এলো, " ও মা গো! ওগুলো কি গা! জলের মধ্যে ওগুলো কি ভাসছে!?"

রায়বাহাদুর সচকিত হয়ে উঠলেন। লীলা এরকমভাবে চিৎকার করে উঠল কেন? "জলের মধ্যে ওগুলো কী ভাসছে!" কথাটা যেন কানের মধ্যে ঝনঝন করে বেজে উঠল রায়বাহাদুরের। এইজন্যই কি মাঝি মাল্লারা হট্টগোল করছিল! কেন এমন চিৎকার করে উঠল লীলা? কি দেখেছে সে?

কী এমন জিনিস জলে ভাসতে পারে যা দেখে এমনভাবে চিৎকারই করে উঠতে হয়?

https://boierpathshala.blogspot.com

// ২ //

দুপুর প্রায় পড়ে এসেছে। সমুদ্রের মাথায় ধোঁয়ার মত ছাইরঙা মেঘেদের আঁচলে মুখ লুকিয়ে আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছেন সুয্যিদেবতা। এখন তার আলো কাদা জলের মত ঘোলাটে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আদিগন্ত বিস্তৃত মহার্ণবের বুকে। সমুদ্রের হালকা নীলচে জলরাশির বুকে ঢেউ উঠছে নামছে শান্ত স্থবির ছন্দে। দূর থেকে ভেসে আসছে গাঙচিলের ডাক। হাওয়া বইছে মৃদু মন্দ লয়ে। তার মধ্যেই মোচার খোলের মত রায়বাহাদুরের বজরাটি ভেসে আছে সমুদ্রের বুকে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত ঝিম ধরা গা ছমছমে শান্ত পরিবেশ। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থম মেরে যায় অনেকটা তেমনই।

বজরার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে লীলা অনেকক্ষণ ধরেই সমুদ্রের জলে উকি ঝুঁকি মারছিল। কিছুক্ষণ আগেই মাঝিদের কেউ একজন দূর থেকে জলে কিছু একটা ভাসতে দেখে হই হট্টগোল জুড়েছিল। পরে সকলে আসতে আর কিছুই দেখা যায়নি। ফলে সকলে এখন ফের কাজে লেগে পড়েছে। লীলাও একটু আগে জলে কিছু একটা ভাসতে দেখে চিৎকার জুড়েছিল। কিন্তু জিনিসটা কি বুঝে ওঠার আগেই ওটা আবারও জলের তলায় মিলিয়ে গেল। ফলে সে এখন গোমড়া মুখে সমুদ্রের ঢেউ দেখছে।

-" মেলা চেঁচামেচি করে সকলকে বিব্রত করলি! আমি ভাবলাম কি না কি। তাই ছুটতে ছুটতে এলাম। ধুর ধুর!"- বজরার সামনে খোলা জায়গাটায় আরামকেদাড়ায় গা এলিয়ে বসে আছেন রায়বাহাদুর। তার মুখে একরাশ বিরক্তি। এক দাসী এই মুহূর্তে তার মাথা টিপে দিচ্ছে।

-" আমি সত্যি দেখেছিলুম। জলে কালো কালো মতন কিছু ভাসছিল। ঠিক করে দেখার আগেই আবার জলের তলায় ডুবে গেল।"

-" হয়েছে! থাম এবার। ধান দেখতে কান দেখেছে তাই নিয়ে কি চিৎকার..."- রায়বাহাদুর কথাও শেষ করতে পারেননি তার আগেই লীলা আবার চিৎকার করে উঠল, " ওই যে... ওই যে... ওই দেখুন ওই দেখুন!"

কথাগুলো বলতে বলতেই লীলা কেমন অদ্ভুতভাবে চুপ হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সমুদ্রের জলের দিকে। একমনে মাথা ঝুঁকিয়ে সে কিছু একটা দেখছে। পরক্ষণেই সকলকে চমকে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল,

-" ওগুলো কি ভাসছে গা জলের মধ্যে? মানুষের চুল না?"

লীলার কথায় মাঝিরা এইবার একরকম চমকেই উঠল। যে যা করছিল সমস্ত ফেলে রেখে ছুট্টে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। আর তারপরেই সামনের সমুদ্রের জলে চোখ রাখতেই প্রায় আঁতকে উঠল আতঙ্কে!

সত্যিই তো! চুল! সমুদ্রের জলের ওপর ভেসে আছে রাশি রাশি গোছা গোছা চুল! কিন্তু এই এত চুল এভাবে এখানে এল কী করে? মাঝিদের মধ্যে আবারও শোরগোল পড়ে গেল।

রায়বাহাদুর তার এই খাস পেয়ারের বারবনিতাটিকে প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন গতকাল অপরাহ্নে। পরিকল্পনা মাফিক হপ্তা খানেক সমুদ্রের বুকে কাটিয়ে কাকজিলায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু আজ সকালে আচমকা এমন ঝড় উঠল যে সমুদ্রের স্রোতে বজরা ভাসতে ভাসতে এসে পড়ল মাঝ সমুদ্রে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায়। এ নিয়ে সকলের মনেই একটা চাপা শঙ্কা ছিল। তবুও বৃদ্ধ জলন্ধর দিকনির্দেশনার দায়িত্বে আছে বলে

https://boierpathshala.blogspot.com

কেউ তেমন গা করেনি। এখন এই অদ্‌ভুত ঘটনায় সকলের চোখে মুখেই একটা চোরা আতঙ্ক দেখা গেল।

রায়বাহাদুর নিজে উঠে এবার ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করলেন। সত্যিই তো। লীলা ভুল কিছু দেখেনি!সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে গোছা গোছা মানুষের চুল। বাপরে! এত চুল এমন মাঝসমুদ্রে এল কোথা থেকে। ঠিক যেন মানুষের মাথা থেকে সুনিপুণ কায়দায় উপড়ে নেওয়া হয়েছে চুলগুলো। বজরার চারিদিকেই জলের মধ্যে এরকম রাশি রাশি চুল ভাসছে। কে জানে কেন জিনিসটা দেখে এই প্রথম রায়বাহাদুরের বুকের ভিতর একটা অদ্‌ভুত অস্বস্তি দানা বাধতে লাগল। আর যাই হোক এ তো স্বাভাবিক নয়!

পোষা বেবুশ্যে নিয়ে রায়বাহাদুর প্রতাপ নারায়ণ এসেছিলেন প্রমোদ ভ্রমণে, এখন এ কোন উটকো ঝামেলায় পড়া গেল কে জানে। তিনিও আবারও বার কতক বজরায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পায়চারি করতে করতে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে হাঁক দিলেন, " জলন্ধর! এই জলন্ধর! এদিকে একবার আয় তো!"

বজরার ভিতর থেকে এইবার এক অতি বৃদ্ধ লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোমতে বাইরে এসে রায়বাহাদুরকে পেন্নাম ঠুকলেন, " আজ্ঞে কত্তা! ডাকছিলেন?"

-" দেখ দিখি জলের মধ্যে কিসব ভাসছে। মাঝি মাল্লারা সেসব দেখে গোল পাকাচ্ছে! বজরা ভাসিয়ে কোথায় আনলি বল দেখি!"

https://boierpathshala.blogspot.com

-" জলের মধ্যে কিসব ভাসছে! কী ভাসছে?"- বৃদ্ধ জলন্ধরের চোখ কুঁচকে গেল। তিনি এবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোমতে বজরার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু সমুদ্রে চোখ রাখতেই তার বুকের ভিতরটা প্রচন্ড আতঙ্কে যেন ধক করে উঠল! অসম্ভব! তিনি যা দেখছেন তা কি সত্যি!

-" সব্বনাশ! সব্বনাশ হয়ে গেছে কত্তামশাই!"- বৃদ্ধের সারা শরীর কোন এক অজানা আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল, " এ যে ভুল করে আমরা মুল্লুচরে ঢুকে পড়েছি কত্তা! রাম রাম রাম এবার যে কি হবে!"-

রায়বাহাদুর বৃদ্ধের কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবে সাংঘাতিক কিছু যে একটা ঘটেছে তা বৃদ্ধের মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। এখনও ফ্যাকাসে মুখে তিনি এক দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে পেন্নাম ঠুকছেন। তার সারা শরীর ভয়ে কাঁপছে ঠকঠক করে। বজরায় উপস্থিত বাকিরাও এই মুহূর্তে একে অপরের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করছে।

-" মুল্লুচরটা আবার কি গা? বাপের জন্মে নাম শুনিনি!"- লীলা বিস্মিত মুখেই জিজ্ঞেস করল জলন্ধরকে। কিন্তু কি অদ্ভুত! তিনি প্রথমটা কিছুই উত্তর দিলেন না। জলের দিকে তাকিয়েই একইরকম স্থির হয়ে রইলেন। তারপর একসময় কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন, " এ কোনো সাধারণ চর নয় মা! বাপ ঠাকুরদাদের মুখে শুনেছি এ হল নাকি সাক্ষাৎ নরক! এখানে যে ওরা থাকে... এ চরে মানুষের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। একবার এখানে মানুষ ঢুকে পড়লে আর নিস্তার নেই..."

-" কিসব বলছিস জলন্ধর! কারা থাকে এ চরে?"- রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

https://boierpathshala.blogspot.com

বৃদ্ধ জলন্ধরের মুখ এবার আগের চেয়ে আরও কুঁচকে গেল। তিনি সমুদ্রের অথৈ জলের দিকে তাকিয়েই আচমকাই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, " শশশ! শুনতে পাচ্ছেন? ওই... ওই ওরা গান করছে সমুদ্রের ভিতর থেকে... শুনতে পাচ্ছেন?"

বৃদ্ধ জলন্ধর চুপ করতেই একটা বোবা নিঃস্তব্ধতা নেমে এল বজরায়। আর তারপরক্ষণেই এই ভর দুপুরবেলাতেও সেখানে উপস্থিত সকলের শরীর একটা অজানা ভয়ে শিরশির করে উঠল যেন। প্রত্যেকে নিঃস্তব্ধ হয়ে স্পষ্ট শুনতে পেল সমুদ্রের অতল থেকে অত্যন্ত রিনরিনে কণ্ঠে কারা যেন সুর করে করে গাইছে....

" জলে নামবে নাকি সই?
জলের মধ্যে কথা কই...
জলের ভিতর আছে দেশ
তোমার লাগবে সাথে বেশ
জলে নামবে নাকি সই
জলের মধ্যে কথা কই..."

https://boierpathshala.blogspot.com

// ৩ //

-" বজরা এগোচ্ছে না কত্তামশাই! জলের নীচে শ্যাওলার মত কিছুতে আটকে গেছে!"- বৃদ্ধ জলন্ধর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কথাটা বললেন।

ইতিমধ্যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। চারিপাশের ঘোলাটে হয়ে আসা শেষ বিকেলের আলো কখন যে

ধীরে ধীরে নিভন্ত প্রদীপের শিখার ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে একসময় দপ করে নিভে গেছে তা কেউ খেয়ালও করেনি। রায়বাহাদুরের বজরায় এখন অসংখ্য লন্ঠন আনাচে কানাচে আদিম খদ্যোৎমালার ন্যায় আলো বিতরণ করছে। চারিপাশে অন্ধকার, শান্ত সমুদ্রের বুকে কেবল ঢেউ ওঠা নামার ছলছল শব্দ।

-" ভারী বিপদে পড়া গেল তো! একে তো এমন অদ্ভুত এক জায়গায় এসে পৌঁছালাম তার ওপর বজরা এগোনো যাচ্ছে না! কি হচ্ছে কি এখানে জলন্ধর?"- রায়বাহাদুরের মেজাজটা এখন একটু চড়ার দিকে। তার প্রমোদের আনন্দ মাটি তো হয়েইছে বদলে কপালে আসন্ন বিপদের কুঞ্চটিকাও ক্রমশ যেন গাঢ় হচ্ছে।

দাস দাসী, রাঁধুনি, মাঝি মাল্লাদের নিয়ে নয় নয় করে বজরায় জনা পনেরো লোক। সকলের মনেই অদ্ভুত একটা আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে এই মুহূর্তে। দাস দাসীরা কাজে ইতি দিয়েছে, মাঝি মাল্লারা জটলা পাকিয়ে কিসব যেন আলোচনা করছে। গোটা বজরা জুড়ে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল এক পরিবেশ।

-" লীলা এখন কেমন আছে?"- রায়বাহাদুর পায়চারি করতে করতেই গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন। দুপুরে জলন্ধর যখন সকলকে চুপ করতে বলল

তখন বজরায় উপস্থিত সকলেই প্রায় সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে আসা সেই রিনরিনে গানের সুর শুনতে পেয়েছিল। সত্যি বলতে এক মুহূর্তের জন্য রায়বাহাদুরের বুকের ভেতরটাও শিরশির করে উঠেছিল একটা অজানা আতঙ্কে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সেই গানের সুর এমনভাবে মুহূর্তেই মধ্যে মিলিয়ে গেল যে মনে হল সমস্তটাই যেন আস্ত ভ্রম বই আর কিছু নয়।

এই ঘটনায় বাকি কারুর মধ্যেই তেমন কোনো বিকার দেখা গেল না। কিন্তু লীলা ওই ঘটনার পর কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ল। জলের ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে শান্ত উদাসীন কণ্ঠে বলতে লাগল " ওরা আমাদের ডাকছে...শুনতে পাচ্ছেন না। ওরা আমাদের ডাকছে! সমুদ্দুরের তলায় যেতে কইছে...আপনারা কেউ শুনতে পাচ্ছেন না?"

বেশ কিছুক্ষণ এমনধারা পাগলামি করার পর আচমকাই সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করল লীলা। ভাগ্যে রায়বাহাদুর ঠিক সময় ধরেছিলেন। নইলে এতক্ষণে যে কোন অতলে তলিয়ে যেত সে...

-" এখন ঘুমোচ্ছেন। তবে ঘুমের মধ্যে সুর করে করে অদ্ভুত গান করছে এখনও!"- মতি নাম্নী এক মধ্যবয়স্কা দাসী লীলার দেখভাল করছিল। তিনিই উত্তর দিলেন।

-" গান করছে? কী গান?"- রায়বাহাদুর সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত! মতি দাসী এর কোনো উত্তর দিল না। শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" কি হল কিছু জিজ্ঞেস করলাম তো!"

রায়বাহাদুরের ধমকে মতি এবার কেঁপে উঠল। তারপর মিনমিন অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল , " দুপুরে যেই গানখানা আমরা সবাই শুনলাম সমুদ্রের তলা থেকে ভেসে আসছিল...সেইটা!"

" জলে নামবে নাকি সই?
জলের মধ্যে কথা কই
জলের ভিতর আছে দেশ
তোমার লাগবে সেথা বেশ..."

ছেলেদের ঘুম পাড়ানি গানের মত ধীর লয়ে রিনরিনে গলার স্বরে ভেসে আসা সেই গান রায়বাহাদুরের কানে যেন আবারও ঝনঝন করে বেজে উঠল। আর তারসঙ্গেই বুকের ভিতর জমাট বেঁধে থাকা অস্বস্তিটা বিষাক্ত বিছের মত হুল ফোটাল আবারও।

-" আঃ কতবার বলব ওটা মনের ভুল ছিল। আর কিছু নয়!"- নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যই বোধহয় রায়বাহাদুর কথাটা বললেন, " জলন্ধর কাউকে জলে নামা। দেখ কিসে আটকেছে বজরা। আর কিছুক্ষণ পরেই তো চারদিক মিশকালো অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন কিছুই করা যাবে না।"

রায়বাহাদুরের কথায় মাঝিদের মধ্যে এবার একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হল। এমনিতে এরা জলের মানুষ, জলকে কেউই ভয় পায় না। কিন্তু কে জানে কেন এ জায়গাটায় তাদের সকলেরই একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

কেউই ঠিক জলের মধ্যে নামার জন্য রাজি নয়। বৃদ্ধ জলন্ধর জলে নামার কথা বলতে সকলেই একযোগে আপত্তির সুর তুলল প্রথমে।

কিন্তু রায়বাহাদুরের আদেশ বলে কথা। এই সামান্য মাঝি মাল্লাদের সামর্থ্য কোথায় তা না পালন করে থাকে। শেষমেশ মাঝিদের মধ্যে থেকেই বুধন নামের একজন জোয়ান ছেলে জলে নামতে রাজি হল।

-" বেশ তো! ঝটপট নেমে দেখো দিখি বজরা কিসে আটকেছে।"- গোঁফে তা দিতে দিতে প্রতাপনারায়ণ আদেশ করলেন।

বুধন মুখ ভার করেই বজরায় ধারে এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভগবানকে একবার প্রণাম করল। তারপর জয় মা বলে ঝাঁপ দিল জলে। এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দেই। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই। সকলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের জলের দিকে। দম বন্ধ করা অস্বস্তিতে প্রতিটা মুহূর্ত যেন এখন এক এক প্রহরের সামিল।

আচমকাই এবার সবাইকে চমকে দিয়ে জলের মধ্যে একটা প্রচন্ড হাত পা ছোড়ার শব্দ পাওয়া গেল! পরক্ষণেই জলের ওপর ভেসে উঠল বুধনের শরীর। জলের মধ্যে প্রচন্ড জোরে হাত পা ছুড়ছে সে। চোখে মুখে তার প্রচন্ড আতঙ্ক। যেন এমন কিছু সে জলের তলায় সে দেখেছে যা মনুষ্য কল্পনারও অতীত।

-" ছেলেটা অমন হাত পা ছুড়ছে কেন জলন্ধর? ডুবে যাচ্ছে নাকি?"- রায়বাহাদুর সশঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" তা কি করে হয় কত্তা! এ যে মাঝিদের ছেলে। সাঁতারে মাছের মতন পটু। ডুববে কেমন করে?"- বৃদ্ধ জলন্ধর হাতের লন্ঠন উঁচিয়ে ধরে এবার হাঁক দিল, " কী দেখলি বুধন? কিসে আটকেছে বজরা? অমন হাত পা ছুড়ছিস কেন? ওপরে উঠে আয়..."

-" আআআ..." জলন্ধর কথা শেষও করতে পারেননি তার আগেই জলের মধ্যে থেকে ভেসে এল বুধনের প্রচন্ড চিৎকার। আর তার ঠিক পরের মুহূর্তেই বুধনের শরীরটা জলের মধ্যে ডুবে গেল চোখের নিমেষেই প্রচন্ড শব্দ করে। বজরায় এরপর কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা। কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কি হচ্ছে। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের নিঃস্তরঙ্গ জলরাশির দিকে। উহু আর কোনো শব্দ নেই, আর কোনো সাড়া নেই। অতল অন্ধকার সমুদ্রের বুকে শুধু সেই এক ঢেউ ওঠা নামার ছলছল শব্দ।

-" বুধন... এই বুধন..."- হুঁশ ফিরতেই মাঝিরা এবার হামলে পড়ল যেন বজরার ধারে। সমুদ্রের দিকে লন্ঠন ঝুঁকিয়ে পাগলের মত জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল ছেলেটির নাম ধরে। কিন্তু না! তাদের এত ডাকাডাকির কোনো প্রত্যুত্তর এল না। সমুদ্রের করাল জলরাশি যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে ফিরিয়ে দিল সেই ঢেউয়ের শব্দ।

তারপর আচমকাই একসময় সক্কলকে চমকে দিয়ে অতল সমুদ্রের গভীর থেকে শোনা যেতে লাগল আবারও সেই রিনরিনে কণ্ঠে গানের সুর,

https://boierpathshala.blogspot.com

" জলে নামবে নাকি সই

জলের মধ্যে কথা কই

জলের ভিতর আছে দেশ

তোমার লাগবে সেথা বেশ

মানুষ হিংস্র খুবই তাই

মোরা জলেই দিন কাটাই...

জলে নামবে এসো সই

জলের মধ্যে কথা কই..."

রায়বাহাদুর বুঝলেন এইবার তিনি আর ভুল শুনছেন না। বরং সাধারণ সময়ের চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি স্পষ্ট শুনছেন এই অদ্ভুত গানের সুর। আর যত শুনছেন তত মাথার ভিতরটা ঝিম ধরে আসছে। সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে একটা অদ্ভুত শরীর অবশ করা অস্বস্তি। ক্রমশ একটা ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন তিনি। চারপাশ আবছা হয়ে আসছে.... দশদিক থেকে ভেসে আসছে শুধু সেই অদ্ভুত রিনরিনে কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গানের সুর...

" জলে নামবে নাকি সই

জলের মধ্যে কথা কই..."

https://boierpathshala.blogspot.com

// ৪ //

চারিদিকে অতল জলরাশি। তারমধ্যেই প্রতাপনারায়ণ ডুবে যাচ্ছেন। ওনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কে বা কারা যেন ওনার অসাড় শরীরটা চ্যাংদোলা করে সমুদ্রের জলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কেন?

প্রতাপনারায়ণ হাত পা নাড়িয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না! পারবেন কী করে? ওনার হাতে, ওনার পায়ে, ওনার সারা শরীরে যে সাপের মত জড়িয়ে আছে রাশি রাশি চুল! হ্যাঁ হ্যাঁ চুল। জলে ডুবে যেতে যেতেই উনি স্পষ্ট দেখছেন ওনার চারিদিকে গোল করে ঠিক কোনো সামুদ্রিক মাছের মত ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত সহস্র চুলের গোছা। শুধু তো ঘুরছে না। ওগুলো শব্দও করছে! হ্যাঁ শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও ওগুলোর থেকেই ভেসে আসছে চিৎকারের আওয়াজ।

-" আআআ বাঁচাও...ছেড়ে দাও আমাদের... আআআআআগুন.... আআআ" - শত শত পুরুষ কাঁদছে, শত শত রমণী আর্ত চিৎকার করছে... শত শত বাচ্চার ক্রন্দন ধ্বনিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে প্রতাপনারায়ণের। উনি পারছেন না! আর পারছেন না...এবার বোধহয় জলে ডুবেই শেষ হয়ে যাবেন তিনি...কারা ফেলল ওনাকে জলে... চারিদিক এমন ঝাপসা কেন! ওই কে যেন ডাকছে...

-" কত্তামশাই! কত্তামশাই! শুনতে পাচ্ছেন?"- কোন অতল সমুদ্রের ভিতর থেকে যেন ভেসে আসছে শব্দটা। এই ভয়ঙ্কর অলৌকিক সুর পেরিয়ে এই ডাক যেন কানে আছড়ে পড়ছে রায়বাহাদুরের।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" কত্তা মশাই শুনতে পাচ্ছেন!"- বজরার ওপর এবার ধড়মড় করে উঠে বসলেন রায়বাহাদুর। তার চোখে মুখে ঘোর লাগা তন্দ্রা। কিছুক্ষণ যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না ঠিক কি হচ্ছে ওনার সঙ্গে। চারিপাশে তাকাতেই দেখলেন একটা অদ্ভুত স্বচ্ছ আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিপাশের সমুদ্র। মাথার ওপর সোনার থালার মত নিটোল গোলাকার চাঁদ উঠেছে। আজ কি পূর্ণিমা? এমন অপরূপ নেশা ধরানো জ্যোৎস্না কতকাল দেখেননি উনি। কিন্তু উনি কোথায় এখন?

-" কত্তামশাই ঠিক আছেন এখন?"- বৃদ্ধ জলন্ধরের কণ্ঠস্বরে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন রায়বাহাদুর। ওনার মাথার ভিতরটা কেমন অদ্ভুত শূন্য বোধ হচ্ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল সবটা মনে পড়তে।

-" জলন্ধর! কি হয়েছিল আমার? আমি কি..."

-" শুধু আপনি নন কত্তা। আমরা সক্কলেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। আর হবো নাই বা কেন! মুল্লুদের গান কানে গেছে যে। ও গান শুনলে কেউ সজ্ঞানে থাকতে পারে?"

প্রতাপনারায়ণ এইবার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। চোখে এখনও তন্দ্রা ভাব। মাথাটা একইরকম শূন্য মনে হচ্ছে।

-" একটা অদ্ভুত কান্ড হয়েছে কত্তামশাই। কিভাবে যে হল বুঝতে পাচ্ছি না।"- জলন্ধরের কণ্ঠস্বরে একটা যেন চোরা আতঙ্ক উকি মারছে।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" কী হয়েছে জলন্ধর? আবার কী হল?"- রায়বাহাদুর এবার চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে কিনা। উহু তেমন কিছু তো হয়নি!

-" ইয়ে আমায় দেখে কিছু বুঝতে পারছেন না কত্তামশাই?"- একটা অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়ে কথাটা বলল বৃদ্ধ জলন্ধর।

-" তোকে দেখে! তোকে দেখে কি বুঝবো জলন্ধর?"

-" ইয়ে...আমার চুল!"- জলন্ধরের হাবে ভাবে ইতস্তত বোধটা ক্রমশ যেন বাড়ছে।

-" তোর চুল..."- কথাটা বলতে বলতেই বিস্ময়ে যেন চমকে উঠলেন রায়বাহাদুর। সত্যিই তো! তিনি এতক্ষণ খেয়ালই করেননি। বৃদ্ধ জলন্ধরের মাথা ভর্তি ঘন চুল কাঁধ অবধি নেমে গেছে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব! বৃদ্ধ জলন্ধর বয়সের ভারে চুল হারিয়েছে বহু বছর আগে। কিন্তু রাতারাতি এত কম সময়ে এত চুল ওর মাথায় এল কোথা থেকে?

-" কত্তা মশাই শুধু আমি না। আপনারও হয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখুন।"

প্রতাপনারায়ণ একটা ঢোক গিললেন। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে নিজের ঘাড় স্পর্শ করতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন যেন। এ কি! এ কি করে সম্ভব! তার নিজের চুলও ঘাড় বেয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে! ঘন

https://boierpathshala.blogspot.com

চুলের গোছায় হাত বোলাতে বোলাতে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না প্রতাপনারায়ণ।

-" শুধু আপনি আমি নন কত্তামশাই, বজরায় সকলের চুল এমন অদ্ভুতভাবে বাড়ছে। শুধু মাথা নয়, গা- হাত- পা বুক সবজায়গায় চুল গজাচ্ছে। কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না কত্তামশাই।"

বৃদ্ধ জলন্ধর একটু থামলেন। উনি রীতিমত হাঁফাচ্ছেন, " শুধু তাই নয়। বজরায় কিছু মাঝি অদ্ভুত আচরণও করছে। লীলাবাই যেমন করছিল তখন, খানিকটা তেমনি। বজরার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকছে তো কিছু কিছু জন পাগলের মত নিজে থেকে হো হো করে হাসছে। কেউ কেউ হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমি শুনেছিলুম মুল্লুচরে মানুষ প্রবেশ করলে নাকি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে কিন্তু এমন সব ঘটনা! রাম রাম রাম কখনও ভাবতেও পারিনি..."

জলন্ধরের কথায় রায়বাহাদুরের পা দুটো যেন টলছে। কি হচ্ছে না হচ্ছে ওনার মাথাও যে আর কাজ করছে ঠিকভাবে। এর মধ্যেই আচমকা হো হো হাসির শব্দে একরকম চমকে উঠলেন তিনি। পিছন ফিরতেই দেখলেন জনাকয়েক মাঝি পাগলের মত বজরার ওপর দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছে। তাদের প্রত্যেকের চুল কোমর ছাড়িয়ে গেছে। অনাবৃত শরীরের ঊর্ধ্বাংশেও উকি দিচ্ছে রোমশ আস্তরণ। উন্মাদের মত হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গড়িয়ে পড়ছে তারা।

তার পাশেই আবার এক দল মহিলা ফেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে। তাদের চুল এত বড় হয়ে গেছে যে পা পর্যন্ত চলে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতেই তারা

https://boierpathshala.blogspot.com

বুক চাপড়াচ্ছে আর বজরায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত উদ্ভ্রান্তের মতন ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের শাড়ির আঁচল ধুলায় লুটাচ্ছে। কেউ কেউ আবার বমি করছে সমুদ্রে তো কেউ উন্মাদের মত চিৎকার। কে একজন নিজের সারা শরীর আঁচড়ে ফালাফালা করছে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে। কি হচ্ছেটা কি এখানে! রায়বাহাদুরের মাথা কাজ করছে না। এসবের মানে কি? উনি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। ওনার কেমন পাগল পাগল লাগছে নিজেকে।

টলেই পড়ে যেতেন প্রায় হঠাৎই পিছন থেকে লীলা এসে ওনাকে আঁকড়ে ধরল।

-" আপনি ঠিক আছেন?"

-" হুম! তুই ঠিক আছিস?" নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে লীলার দিকে তাকালেন রায়বাহাদুর।

এই কথার উত্তরে লীলা এবার তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে উঠল, " আমি! আমি তো দিব্যি আছি জমিদার মশাই। আপনার কেমন লম্বা লম্বা চুল হয়েছে আমার মত। দেখে খুব মজা লাগছে। আর আমার বিনুনি নিয়ে মশকরা করতে পারবেন না!"

-" লীলা!"- প্রচন্ড বিরক্তিতে ধমকে উঠলেন রায়বাহাদুর! এই মেয়ে কি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে এমন খিলখিল করে হাসছে কেন?

https://boierpathshala.blogspot.com

-" বেবুশ্যে মাগী! ছেনালি করার সময় পাসনি। দেখছিস না এখানে কি হচ্ছে! এটা মশকরা করার সময়?"

রায়বাহাদুর রাগে রীতিমত ফুসছেন। কিন্তু কি অদ্ভুত! লীলা তার রাগকে পাত্তা তো দিচ্ছেই না উল্টে আরও জোরে খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে বজরার এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত লাফাতে লাফাতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উন্মাদিনীর মত এভাবে হাসছে কেন ও? এই বজরায় একমাত্র রায়বাহাদুর বাদে সবাই কি পাগল হয়ে গেল?

-" হাসবো না? কেন হাসবো না! হা হা হা হা...হাসবই তো। আজ আমরা সক্কলে ওদের কাছে যাবো আর হাসবো না? ওরা তো অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে আপনার। আগুন লাগার পর কতবছর ধরে জলের তলায় গুমরে গুমরে কাঁদছিল ওরা। ওরা মানে মুল্লুরা। আপনি জানেন না সে কথা? আপনি শোনেননি ওদের অভিশাপের গল্প?"

এসব কি বলছে লীলা! ও কি বাকিদের মতই পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না। তাহলে...রায়বাহাদুর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আচমকাই বৃদ্ধ জলন্ধর এবার চিৎকার করে উঠল, " অভিশাপ! এসব তাহলে সেই কান্নার হিসেব! না না না...এসব মিথ্যা... এ হতে পারে না!"

মাথায় হাত দিয়ে ধপাস করে কাঠের মেঝেতে বসে পড়েন বৃদ্ধ জলন্ধর। এই মুহূর্তে উনিও পাগলের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছেন । প্রতাপনারায়ণ এবার আরও অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন। লীলা এখনও উন্মাদিনীর মত খিল খিল করে হেসে চলেছে। চারপাশের মানুষজন উদ্ভ্রান্তের মত আচরণ করছে। এখন জলন্ধরও...

https://boierpathshala.blogspot.com

প্রতাপনারায়ণ আর পারলেন না! হাটু গেড়ে বসে পাগলের মত ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন জলন্ধরকে, " এই জলন্ধর সত্যি করে বল কি হয়েছে! কিসের কথা বলছিস তুই? কিসের কথা বলছে লীলা? কোন কান্নার হিসেব? বল কি হচ্ছে এখানে?"

রায়বাহাদুরের ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ জলন্ধর। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলেন রায়বাহাদুরের দিকে। এ কি! এও কি সম্ভব! বৃদ্ধ জলন্ধরের সারা মুখ জুড়ে চুল গজাচ্ছে একটু একটু করে। তারমধ্যেই একটা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তিনি একভাবে চেয়ে আছেন প্রতাপনারায়ণের দিকে। একসময় আপনা থেকে নিজের মুখটা রায়বাহাদুরের দিকে এগিয়ে আনলেন তিনি। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, " এখানে যা হচ্ছে তা আপনার জন্য হচ্ছে কত্তা মশাই! শুধুমাত্র আপনার জন্য!"

-" আমার জন্য!"- রায়বাহাদুর এবার যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন। কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মত তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জলন্ধরের দিকে। তার মাথা কাজ করছে না। তিনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না এখানে কি হচ্ছে? বৃদ্ধ জলন্ধরের কথার অর্থই বা কি!

তিনি এবার ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে। তারপর স্থির দৃস্টিতে তাকালেন সামনে জ্যোৎস্না প্লাবিত সমুদ্রের জলরাশির দিকে। সেখানে এখনও ঝাঁক ঝাঁক মাছের মত ভেসে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি চুলের গোছা। সেদিকে তাকিয়েই কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন রায়বাহাদুর, " মুল্লু আসলে কি জলন্ধর?

-" মুল্লু? মুল্লু হল..."

https://boierpathshala.blogspot.com

// ৫ //

-" তোরা এখান থেকে পালিয়ে যা! পালিয়ে যা...নইলে কেউ বাঁচবি না..."- কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধা হাঁফাচ্ছিলেন।

আকাশে কালো ধোঁয়ার মেঘ তখন কালসর্পের ন্যায় ক্রমশ কুন্ডলী পাকিয়ে আরও ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। মধ্যরাতের নিশুতি অন্ধকারের বুক চিড়ে ভেসে আসছে মানুষের আর্ত চিৎকারের আওয়াজ। নারী কাঁদছে, পুরুষ আর্তনাদ করছে, শিশুর কান্নায় মুখরিত হয়ে উঠছে কাকজিলার একপ্রান্তের এই ছোট্ট গ্রাম।

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত নয়নেই পিছন ফিরে তাকালেন। অন্ধকার নিশুতি রাতের গায়ে কারা যেন গাঢ় রক্তিম বর্ণের বসন পরিয়ে দিয়েছে। তার চোখের সামনে তার গ্রাম শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে তার বাড়ি ঘর বাপ ঠাকুরদার ভিটে মাটি। লেলিহান অগ্নিশিখা যেন বুভুক্ষু রাক্ষসীর ন্যায় গ্রাস করছে আস্ত একটা গ্রামকে!

-" আমরা কি দোষ করেছিলুম বড়মা! আমাদের সঙ্গে ওরা কেন এমন করল...কেন করল! আমার ছোট ছেলেটা ওই আগুনের মধ্যেই..."- এক মহিলা এবার কাঁদতে কাঁদতে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরও ডজন খানেক রমণী ও শিশু। ক্রন্দনরতা এই মহিলাটিকে সান্ত্বনা দেবে এই সাধ্য এদের মধ্যে কারুরই নেই! থাকবেই বা কি করে?

এরা প্রত্যেকেই যে এই বিধ্বংসী আগুনে কাউকে না কাউকে হারিয়েছে। হয় নিজের মা, নয়তো মেয়ে, হয় স্বামী নয়তো সন্তান। এরা প্রত্যেকে

https://boierpathshala.blogspot.com

বোবার মত হতবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের বিধ্বংসী আগুনের দিকে। আগুন নাকি মানুষের চিতা? জীবন্ত মানুষের চিতা?

-" ওরা কাউকে বাঁচতে দেবে না। কাউকে না..."- কাঁদতে কাঁদতেই বৃদ্ধার সর্বাঙ্গ এবার কেঁপে উঠল, " ওরা হিংসায় আর ক্ষমতার নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। ওদের আর হিংস্র জন্তুর মধ্যে এখন কোনো তফাৎ নেই আর! তোরা এক্ষুনি পালা। দেখছিস না ওরা কি করছে! জ্ঞান থাকতে কোনো মানুষ করতে পারে এ কাজ? তোদের নাগালে পেলে তোদেরকেও ঐভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বাইরে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবে। তোরা পালা...!"

বৃদ্ধার কন্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছে মুহুর্মুহু। পিছন থেকে ভেসে আসছে আগুনে দগ্ধ হতে থাকা জীবন্ত শবদেহদের শেষ হাহাকার। বাতাসে পোড়া ছাইয়ের গন্ধ। ঠিক যেরকম গন্ধ শ্মশানে মানুষ পুড়লে পাওয়া যায় তেমনই!

-" আপনি যাবেন না বড়মা? আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে। আপনাকে একা ফেলে যাবো না আমরা!"- এই মহিলাদের দলের একটি মেয়ে আট মাসের পোয়াতি। ইতিমধ্যে দৌড়ঝাঁপের জন্য তার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সেই যন্ত্রণা চেপেই দাঁতে দাঁত চেপে সে বড়মার হাত জড়িয়ে ধরল। বড়মাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না!

বৃদ্ধা কান্নার মধ্যেই এবার মৃদু হাসলেন। তারপর মেয়েটির পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, " আমার কথা চিন্তা করিসনি মা। এমনিতেই রোগ শোকে জীর্ণ হয়েছি। এভাবে দৌড় ঝাঁপ করে পালানোর বয়স আমার আর নেই। আমার জন্য অপেক্ষা করলে তোরাও পালাতে পারবি নে। আমাকে ফেলে রেখেই তোরা পালা। আমার কথা ভাবতে হবে নে।"

https://boierpathshala.blogspot.com

গর্ভবতী মেয়েটির চোখ এবার ছলছল করে ওঠে। তার সঙ্গে থাকা প্রতিটি রমণী ও শিশুর মুখেও ফুটে ওঠে অকৃত্রিম বেদনা। এই বৃদ্ধাই সঠিক সময়ে এদের পথ দেখিয়ে বের করে এনেছিলেন। নইলে আজ ওরাও ওই জীবন্ত চিতার আগুনে দগ্ধ হয়ে ছাইয়ে পরিণত হত। সেই মানুষটিকে এভাবে মাঝপথে ফেলে রেখে তারা যাবে কেমন করে?

গর্ভবতী মেয়েটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই কিছু দূর থেকে হইহল্লার শব্দ পাওয়া গেল। একদল পুরুষ কন্ঠ চিৎকার করতে করতে এদিকপানেই এগিয়ে আসছে। কিছুদুরে অন্ধকারের গাত্রে অসংখ্য খদ্যোৎমালার ন্যায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে একাধিক মশালের দীপ্তি। মশালগুলি ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বৃদ্ধা এবার পোয়াতি মেয়েটির হাতদুটো শক্ত করে জাপটে ধরলেন। তার মুখে যন্ত্রণার সুতীব্র ছাপ এই মুহূর্তে যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। তার বদলে তার মুখশ্রীতে আষাঢ়ের মেঘের মত ঘনিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর কাঠিন্য। দাঁত দাঁত চেপে তিনি এবার ঝাঁকুনি দিলেন মেয়েটিকে, " ভুলে যাসনে মাগী! তোর পেটে যে আছে সে হল মুল্লুদের রক্ত। মুল্লুদের ভবিষ্যৎ। তাকে বাঁচাতেই হবে। যে করে হোক। এই যে এখানে শিশুরা আছে। ওদেরকেও বাঁচাতে হবে। মুল্লুদের রক্ত পৃথিবী থেকে এভাবে মুছে ফেলা এত সহজ না! এই রক্তই একদিন এই রাতের বদলা নেবে। আজকের এই আগুন যার আদেশে লেগেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই আগুনের দহন সহ্য করতে তার উত্তর পুরুষদেরও। মুল্লুরা হিংসে করতে জানে না...তাই বলে প্রতিশোধ নিতেও জানে না তা নয়। যা বলেছিলাম মনে থাকবে তো?"

পোয়াতি মেয়েটির চোখ আবারও ছলছল করে ওঠে। সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ায়।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" নে এবার পালা, যত শীঘ্র সম্ভব হয়। এই কাকজিলার অভিশপ্ত মাটি ছেড়ে পালিয়ে যা। যা বলছি!" - বৃদ্ধা এবার এত জোরে চিৎকার করে ওঠেন যে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি রমণীর বুক কেঁপে ওঠে। তারা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে বৃদ্ধার দিকে। মুল্লুদের দলপতির মা এই বৃদ্ধা। শ্রদ্ধাভরে সকলে তাকে ডাকে বড়মা বলে। আজ এমনই দিন এল যে তাকে ফেলেই সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে!

সকলে চোখের জল মোছে। তারপর বৃদ্ধাকে শেষ বিদায় জানিয়ে দৌড় দেয় সামনের অজানা অনিশ্চিত পথ ধরে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে। পিছনে তাদের জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, ভিটে মাটি। তারা যখন বেশ অনেকটা সামনে এগিয়ে এসেছে আচমকাই পিছন থেকে ভেসে আসে সেই বৃদ্ধার মর্মান্তিক আর্তনাদ, " আআআআ..."

এত দূর থেকে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায় একটি জীবন্ত মানুষের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনে জ্বলতে থাকা সেই মানুষটি আর্তনাদ করতে করতে পাগলের মত এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটছে। তার সুতীব্র হাহাকার মিশে যাচ্ছে কাকজিলার অন্ধকার আকাশে।

এ দৃশ্য দেখে সকলে আঁতকে ওঠে। শুধু পোয়াতি মেয়েটির চোয়াল শক্ত হয়ে যায়!

https://boierpathshala.blogspot.com

// ৬ //

-" মুল্লু কী জলন্ধর?"- রায়বাহাদুর বজরার ওপর বসেই উদ্ভ্রান্তের মত জিজ্ঞেস করেন।

-" মুল্লু? মুল্লু হল অভিশাপ কত্তামশাই। মুল্লু হল সাক্ষাৎ অভিশাপ!"- বৃদ্ধ জলন্ধরের সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে কথাগুলো বলতে।

রায়বাহাদুর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জলন্ধরের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় প্লাবিত চরাচর। ঢেউ ওঠা নামার শান্ত ছন্দে বজরাখানা দুলছে মৃদু মন্দ গতিতে। চারপাশে বাকি মাঝি মাল্লারাও এখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে বজরার মেঝের ওপরেই। বজরার মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতেই তাদের কেউ হাউ হাউ করে কাঁদছে তো কেউ আবার মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে খিলখিল করে হাসছে আপন মনে।

কিন্তু তার চাইতেও যা বেশি অদ্ভুত তা রায়বাহাদুর প্রত্যক্ষ করছেন নিজের চোখে। এও কি সম্ভব? জলন্ধরের মুখ বোঝার আর কোনো উপায় নেই এই মুহূর্তে। তার মুখ ঢেকে গেছে রাশি রাশি চুলের আড়ালে। শুধু মুখ কেন! তার সারা শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে এত অজস্র বিশাল বিশাল চুলের গোছ নির্গত হয়েছে, ভালো করে বোঝাই যায় না যে একটা মানুষ সামনে বসে আছে। বরং চারিপাশের এই মায়াময় রহস্যময়ী আলোয় ভ্রম হয় যে একটা বিশাল মনুষ্যাকৃতি চুলের গোছ বজরার উপর কেউ ফেলে দিয়ে গেছে। সেই চুলের গোছখানার ভিতর থেকেই ভেসে আসছে বৃদ্ধ জলন্ধরের কণ্ঠস্বর!

https://boierpathshala.blogspot.com

-" জলন্ধর হেঁয়ালি করো না! হেঁয়ালির সময় এ নয়। মুল্লু কী বলো। বলো আমায়। কিভাবে এখান থেকে বাঁচবো আমি!"- রায়বাহাদুর অত্যন্ত কড়া কণ্ঠে ধমক দিতে গিয়েও একদফা কাশলেন। গলার ভিতরটা কি যেন খুসখুস করছে। বড্ড তৃষ্ণার্ত বোধ হচ্ছে না?

রায়বাহাদুরের কথায় জলন্ধর এবার আচমকাই উন্মাদের মত হাসতে লাগল। লীলা কিছুক্ষণ ধরে বজরার এক ধারে মাথা নিচু করে বসেছিল। তার হাসি শুনে লীলাও এবার চিৎকার করে হাসতে শুরু করল। কি অদ্ভুত! তাদের দুজনের সঙ্গে তাল দিয়ে হো হো করে হাসতে শুরু করল বজরার মধ্যে থাকা প্রত্যেকটি মানুষ। মানুষ নাকি চুলের ঢিবি? চারিপাশে তাকাতেই বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল রায়বাহাদুরের। এক লীলাকে বাদ দিয়ে বজরায় উপস্থিত আর কাউকেই চেনার উপায় নেই। জলন্ধরের মত তারা প্রত্যেকেই হারিয়ে গেছে গোছা গোছা ঘন চুলের অরণ্যে!

চারিপাশের এই হাসি যেন কাঁটার মত বিধছে রায়বাহাদুরের কানে। মাথার ভিতর এখনও অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তার। কি হচ্ছে কেন হচ্ছে কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না তিনি। তিনি কিছু বলতে যাবেন তার আগেই বৃদ্ধ জলন্ধরের কন্ঠ ভেসে এল আবার। তবে এইবার সেই কণ্ঠে ক্ষোভ নেই আর। বরং সেই কন্ঠস্বর মার্জিত, শান্ত এবং গম্ভীর।

-" এমনিতেও আমাদের আর হাতে বেশি সময় নেই। তাই শুনতেই যখন চাইছেন তখন বলি। এ গল্প বহুকাল আগের রায়বাহাদুর। তখন আপনি কেন আমিই এই দুনিয়ার আলো দেখিনি। এ ঘটনার আমার জন্মের বছরকয়েক আগের। বাপ ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, তখন এই কাকজিলায় মুল্লু নামের এক জাতের মানুষ থাকত।"- কথা বলতে অসুবিধে হলেও বৃদ্ধ জলন্ধর থেমে থেমে কোনোমতে বলতে লাগলেন,

https://boierpathshala.blogspot.com

-" এই মুল্লুরা ছিল প্রধানত জেলে সম্প্রদায়ের লোক। শোনা যায় সাক্ষাৎ ভগবানপ্রদত্ত হাত ছিল তাদের। বিভিন্ন রকম মাছের জাল বুনতে তারা এত পারদর্শী ছিল যে দেশ বিদেশ থেকে মানুষজন আসত তাদের থেকে মাছ ধরার জাল কেনার জন্য।

মুল্লুরা কিন্তু ছিল ভীষন শান্তিপ্রিয় জাতি। শিল্পের সুষমা ছিল তাদের মজ্জাগত। শোনা যায় তারা প্রত্যেকে খুব সুন্দর ছড়া কাটতে পারত। ছড়া কাটতে কাটতেই তারা সারাদিন জাল বুনতো, মাছ ধরত এমনকি রান্না-বান্না, হাসি, আমোদ, উৎসব, পার্বন সবেতেই তারা মেতে থাকত এই ছড়ার মধ্যে দিয়েই। লোকে বলত মুল্লুদের ছড়াতে নাকি জাদু আছে। সেই দিয়ে নাকি তারা মানুষকে পাগল পর্যন্ত বানিয়ে দিতে পারে!

কিন্তু এই মুল্লুদের স্বভাব ছিল স্বাধীনচেতা। কারও বশ্যতা তারা স্বীকার করতে নারাজ ছিল প্রথম থেকেই। কাকজিলার একেবারে প্রান্তে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যে ছোট্ট গাঁয়ে তারা বসবাস করত সেটিকে চিরকাল তারা স্বাধীন বলেই মেনে এসেছে। যুগে যুগে বিভিন্ন শাসক বদলালেও এ গ্রামটিকে সকলে উপেক্ষা করে গেছে এই মুল্লুদের জন্যই। একেই গ্রামটি অস্বাভাবিক ছোট, তায় মুল্লুদের হাতের কাজে মুগ্ধ হয়ে প্রায় সকল শাসকই মুল্লুদের সঙ্গে চিরকালীন সদ্ভাব রেখেই চলেছেন।

কিন্তু সমস্যা ঘটল জমিদার আদিত্যনারায়ণ রায়চৌধুরীর আমলে।" জলন্ধর থামলেন। তিনি হাঁফাচ্ছেন। যদিও এই মুহূর্তে ঘন চুলের গোছার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখার আর কোনো উপায়ই নেই।

-" এই আদিত্যনারায়ণ ছিলেন আপনার প্রপিতামহ। যেমনি অত্যন্ত খল ছিল তার চরিত্র তেমনই ছিল তার পাষাণ হৃদয়। শোনা যায় তার অত্যাচারে

https://boierpathshala.blogspot.com

নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সমগ্র কাকজিলার মানুষ। সেই ভয়ঙ্কর শয়তানের নিরিখে আপনাকে নেহাত ভালো মানুষই বলতে হয়!"

-" জলন্ধর!"- নিজের প্রপিতামহের নামে এমন দুর্নাম সামান্য এক দাসের মুখ থেকে শুনে সর্বাঙ্গ ক্রোধে শিহরিত হয়ে ওঠে রায়বাহাদুরের। অন্য সময় হলে তিনি হয়তো এই দুর্মুখ বৃদ্ধটিকে খুনই করে ফেলতেন তার গৌরবান্বিত বংশে এইরূপ কালিমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন শুধু ধমক দিয়েই চুপ করে রইলেন।

-" আমাকে ধমক দিয়ে লাভ নেই রায়বাহাদুর। যা সত্যি আমি তাই বলছি। আপনার প্রপিতামহ মানুষ হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত নিম্ন মানের জীব। যেমন ছিল তার অর্থের লোভ তেমনই ছিল নারীলোলুপতা। আর ক্ষমতার অনৈতিক আগ্রাসন তো ছিলই। নিজের হিংস্র লেঠেল বাহিনীকে ব্যবহার করে আশে পাশের বহু গ্রাম তিনি জোর জবরদস্তি নিজের তালুকের অন্তর্গত করেছিলেন। এরমধ্যে মুল্লুদের গ্রামটিও বহুদিন নজরে ছিল তার।

সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক অনুকূলতার কারণে এই গ্রামটি ছিল বন্দর স্থাপনের উপযোগী। শোনা আদিত্যনারায়ণ নাকি ইংরেজদের সঙ্গে যোগ সাজশ করে মোটা মুনাফার লোভে এই গায়ে বন্দর তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে তার জন্য মুল্লুদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

আদিত্যনারায়ণ প্রথমে বারকয়েক মিষ্টি কথায় বলে দেখেছিলেন। কিন্তু যথারীতি চিড়ে ভেজেনি। ফলে পরে তিনি আঙ্গুল বাঁকান। আগেই বলেছি মুল্লুরা ছিল শান্তিপ্রিয় জাত। যুদ্ধ তারা কোনোদিনই করে আসেনি। ফলে সে

বিদ্যায় ছিল তারা ঘোর অপটু। তবে স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য নিজেদের এতটুকু জমি ছাড়তে তারা নারাজ ছিল প্রথম থেকেই। ফলে আদিত্যনারায়ণ যখন বুঝলেন ভালো কথায় কাজ হবে না তখন নানাভাবে ধমকাতে চমকাতে, রীতিমত ভয় শুরু করলেন তিনি।"

বৃদ্ধ জলন্ধর থামলেন। তার কন্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার সারা শরীর এই মুহূর্তে চুলের গোছায় এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেছে দেখলে বোঝাই যায় না এই চুলের ঢিবির ভিতর একখানা মানুষও আছে।

-" তারপর? তারপর কী হল?"- রায়বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন।

-" মুল্লুদের কাউকে কাউকে গুম খুন থেকে কিশোরী মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। ক্ষমতার আস্ফালনে কোনোকিছু করতেই বাকি রাখলেন না আদিত্যনারায়ণ। কিন্তু এতকিছু সত্বেও মুল্লুরা যখন দমল না তখন তিনি শেষ পথ অবলম্বন করলেন। সামান্য কয়েকটা জেলের জন্য এত বড় মুনাফা তিনি হাতছাড়া করবেন। উহু এমনটা তিনি ভাবতেও পারেননি। তাই কোনোকিছুতেই যখন কাজ হল না তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এদের সমূলে উচ্ছেদ করার।"

এতটা বলে থামলেন বৃদ্ধ। ওনার গলা এখন আগের চাইতে অনেক অনেকগুণ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অতি কষ্টে ঢোক গিলে গিলে এমনভাবে কথা বলছেন তিনি যেন গলার মধ্যে কি যেন আটকাচ্ছে! তারমধ্যেই তিনি ফের বলতে লাগলেন,

-" এরপরের কাহিনী কিন্তু মানুষের নয় রায়বাহাদুর, আপনার শুনতে খারাপ লাগলেও এর পরের কাহিনী হল হিংস্র জন্তুদের কাহিনী! বহু চেষ্টা

https://boierpathshala.blogspot.com

করে যখন কিছুই হল না তখন আচমকা এক রাতে মুল্লুদের গ্রামে আক্রমণ করল আদিত্যনারায়ণের লেঠেলরা। নিরস্ত্র অসহায় সংখ্যালঘু মুল্লুদের ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঘরের বাইরে থেকে আগল দিয়ে লেঠেলরা তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। বহু মানুষ ঘুম থেকে ওঠার আগেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। যাদের ঘুম ভাঙল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল কোনো কারণ ছাড়াই বিনা অপরাধে তারা জ্বলন্ত চিতা বহ্নিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

ছেলে, বুড়ো, পোয়াতি যারা কোনোমতে পালাবার চেষ্টা করল তাদেরকেও লেঠেলরা মেরে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিতে লাগল। মাত্র একরাত, তার মধ্যেই একটা গ্রাম এবং তার সমস্ত মানুষজন জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। যখন ভোরের আলো ফুটল তখন সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু মানুষের অগ্নিদগ্ধ শরীর আর তাদের অর্ধদগ্ধ চুল।"

রায়বাহাদুরের শরীর এবার নিজের থেকেই শিরশির করছে। তিনি নিজে ক্রূর এবং নৃশংস প্রকৃতির মানুষ বটে। সময়ে সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের তুলে এনে তিনি ভোগ করেন, শহরে পতিতালয়ে কিংবা কোনো বড় সাহেব বা বাবুর কাছে মোটা অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে বেচেও দেন। কিন্তু এইরকম নৃশংসতা! জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা! এ যেন তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। এই ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনে তার নিজের নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এমন ভয়ঙ্কর আতঙ্কের কাহিনি এর আগে কখনও তিনি শোনেননি!

-" শোনা যায় এরপর ওই দগ্ধ দেহ ও চুলগুলিকে আদিত্যনারায়ণের লোকেরা এই সমুদ্রেই কোথাও এনে ফেলে দিয়ে যায়। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় এই মুল্লুচরের।"- কথাগুলো বলতে এইবার আচমকাই জলন্ধরের শরীর প্রচন্ড কাঁপতে শুরু করে।

https://boierpathshala.blogspot.com

-" ওই ঘটনার পর থেকেই লোকের মুখে মুখে রটে যায় যে এই সমুদ্রের বুকে মুল্লুচর বলে এক ভয়ংকর অভিশপ্ত চরের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে গেলেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। মানুষ উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যায়। আমাদের গাঁয়ের বহু মাঝি মাল্লা এই মুল্লুচড়ে ভুল করে ঢুকে পড়ে সম্পূর্ণরূপে পাগলও হয়ে গেছে।"

-" কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? অন্যায় যা করেছিলেন তা তো আমার পূর্ব পুরুষ। আমি কি দোষ করেছি?"- প্রতাপনারায়ণ এবার পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন। ওনার গলাতেও কিছু আটকাচ্ছে কি?

-" সম্পর্ক আছে রায়বাহাদুর! সম্পর্ক আছে। শোনা যায় এই মুল্লুচরের সৃষ্টিই হয়েছে নাকি রায়চৌধুরীদের রক্তের পিপাসায়। লোকে বলে আদিত্যনারায়ণের সকল উত্তর পুরুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুল্লুদের অভিশাপে এই মুল্লুচরে এসেই প্রাণ হারাবে। এই তাদের নিয়তি! আর তাদের মুল্লুচরে নিয়ে আসবে কোনো এক মুল্লুই!"

-" মানে?"

প্রতাপনারায়ণের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর বৃদ্ধ জলন্ধর দিতে পারে না। তার আগেই প্রচন্ড কাঁপতে কাঁপতে ধপ করে তার শরীরটা বজরার মেঝেতে পড়ে যায়! এবং প্রচন্ড রকম কাঁপতে কাঁপতেই একসময় স্থির হয়ে যায় স্বয়ং রায়বাহাদুর প্রতাপনারায়ণের চোখের সামনেই!

https://boierpathshala.blogspot.com

-" জলন্ধর! এই জলন্ধর! কি হল তোর? কথা বলছিস না কেন?"- রায়বাহাদুর এবার যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলন্ধরের নির্জীব শরীরটার ওপর। তারপর পাগলের মত চুল সরিয়ে খুঁজতে লাগলেন জলন্ধরের শরীর।

কিন্তু এ কি! কোথায় জলন্ধর? কোথায় জলন্ধরের শরীর? এ তো শুধু চুল আর চুল! যত চুল সরান ততই চুল বেরোয়। মানুষের শরীরের কোনো অস্তিত্বই তো নেই এই চুলের ঢিবিতে। রায়বাহাদুরের এবার নিজেকে কেমন পাগল পাগল মনে হতে থাকে। উদ্ভ্রান্তের মত চুলের ঢিবির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে তিনি খুঁজতে থাকেন মনুষ্য শরীরের সামান্যতম অংশ। কিন্তু কোত্থাও কিচ্ছু নেই! একটা আস্ত জলজ্যান্ত মানুষ যেন পরিণত হয়েছে গোছা গোছা চুলের ঢিবিতে! এও কি সম্ভব?

আচমকাই রায়বাহাদুরের টনক নড়ে। সত্যিই তো! চারপাশ এত নিঃস্তব্ধ কি করে? একটু আগেই তো মাঝি মাল্লারা উন্মাদের মত চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। কি হল তাদের হঠাৎ? উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতেই আরও একদফা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন রায়বাহাদুর। কোথায় মানুষ, কোথায় মাঝিমাল্লা, দাস দাসী, রাঁধুনি! বজরার বিভিন্ন কোনায় পড়ে রয়েছে শুধু একেকটা চুলের ঢিবি। আর স্রেফ কিচ্ছু নেই!

-" নাআআআআ!"- নিঃশব্দ সমুদ্রের বুকে রায়বাহাদুরের আর্তনাদ নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে ঢেউ তোলে যেন। রায়বাহাদুরের মাথা আর কাজ করছে না।

https://boierpathshala.blogspot.com

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় তিনি এবার উন্মাদের মত ছুটে ছুটে যাচ্ছেন এক চুলের ঢিবি থেকে আরেক চুলের ঢিবিতে।

-" মানুষ কই মানুষ? মানুষ কই মানুষ?"- পাগলের মত চিৎকার করতে করতে, প্রচন্ড আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে রায়বাহাদুর চুলের ঢিবিগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন। পাগলের মত হাতরাচ্ছেন রাশি রাশি চুলের গোছা! তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না তার চোখের সামনে এতগুলো মানুষ এইভাবে একগোছা চুলে পর্যবসিত হল। এও কি সম্ভব!

-" জলে নামবে নাকি সই?

জলের মধ্যে কথা কই...

জলের ভিতর আছে দেশ

তোমার লাগবে সেথা বেশ..."

আচমকাই রিনরিনে সেই ছড়ার সুরে প্রায় আঁতকে উঠলেন রায়বাহাদুর। কিন্তু এ কি! এইবার সেই ছড়া সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে আসছে না তো। বরং আসছে তার পিছনে থেকেই। পিছনে ফিরতেই এইবার সর্বাঙ্গ যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল রায়বাহাদুরের। লীলা! বজরার মধ্যে দাঁড়িয়ে লীলা সুর করে করে গাইছে ছড়াটা। তার খোলা চুল কোমর অব্দি লুটাচ্ছে। তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত হিংস্রতা! রায়বাহাদুরের অতিপরিচিত সেই ছেলেমানুষ, সরল, প্রাণোচ্ছল লীলা তো এ নয়!

বরং এই লীলার মুখে ফুটে আছে অদ্ভুত ক্রূর হাসি। সারা মুখে রক্ত জল করা নৃশংসতা। মেঘ কেটে গিয়ে এখন মাথার ওপর সোনায় থালার মত চাঁদ

https://boierpathshala.blogspot.com

উঠেছে। এই ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রায়বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই লীলার শরীরটা অদ্ভুতভাবে দুলছে। দুলতে দুলতেই লীলা সুর করে ছড়া কাটছে,

" মানুষ হিংস্র খুবই তাই
মোরা জলেই দিন কাটাই!
মানুষ ভিতর থেকে কালো
মানুষ রক্ত বাসে ভালো
জলে নামবে এসো সই
জলের মধ্যে কথা কই..."

-" লীলা! এই লীলা কি করছিস এসব তুই? কি করছিস?"- রায়বাহাদুর এবার বজরার মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লেন। ওনার শরীরের ভিতরের অসহ্য যন্ত্রনা হচ্ছে। এতক্ষণ উনি খেয়াল করেননি কিন্তু ওনার সারা শরীরও ইতিমধ্যে গ্রাস করেছে রাশি রাশি চুলের গোছা। এই মুহূর্তে ওনার সারা শরীর জুড়ে একটা অদ্ভুত জ্বালা হচ্ছে। ঠিক যেন ওনার সারা গায়ে আগুন লেগেছে। ভিতরে বাইরে সবটা পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে ওনার!

-" রায়বাহাদুর প্রতাপনারায়ণ!"- খিলখিল করে এবার হেসে উঠল লীলা, " আচ্ছা একবারও আপনার মনে হয়নি কেন আমি এত সহজে আপনার সঙ্গে এলাম! একবার মাত্র বলায় ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে কেন পাগলের মত আপনার বেবুশ্যে হওয়ার জন্য ছুটে ছুটে এইভাবে চলে এলাম আপনার কাছে। আপনাকে ভালোবেসে? আপনার রূপে গুনে পৌরুষে মুগ্ধ হয়ে? সত্যি?"

https://boierpathshala.blogspot.com

উন্মাদিনীর ন্যায় এবার খিলখিল করে হাসতে শুরু করে লীলা। হাসতে হাসতে তার শরীর দুলতে থাকে। কি অদ্ভুত! যে শরীরের রমণীয় বিভঙ্গি দেখলে একসময় রায়বাহাদুরের সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠত, আজ সেই শরীরের সঞ্চালনাই প্রগাঢ় আতঙ্কের জন্ম দিচ্ছে তার বুকে। তার ভয় লাগছে। লীলার এই রূপ দেখে তার প্রচন্ড ভয় লাগছে!

-" কেন আপনাকে এত সহজে আপন করে নিয়েছিলাম রায়বাহাদুর? বেবুশ্যে মাগীরা বুঝি তাদের নাগরদের ভালোবাসে এমনি করে? হা হা হা হা! মনে পড়ে এই আমিই আপনাকে কয়েছিলুম আমায় সমুদ্দুর দেখাতে নে যাবেন? মনে পড়ে?"

লীলার প্রতিটা কথায় রায়বাহাদুরের সারা শরীরে যেন মরণ বাণ বিধছে। ওনার সারা শরীর জুড়ে তীব্র দহন যন্ত্রণা বাড়ছে একটু একটু করে। এসব কি বলছে লীলা! এসবের মানে কি? লীলা তবে এতদিন যা করেছে সবটাই অভিনয়? সবটাই চাতুর্যে ভরা ছলনা? ও ইচ্ছে করে এই সমুদ্রে নিয়ে এসেছে রায়বাহাদুরকে! কিন্তু কেন!

আচমকাই যেন বজ্রাহত হলেন রায়বাহাদুর। কি অদ্ভুত! এত বড় বিষয়টা তিনি একবারও খেয়াল করলেন না কি করে?

-" লীলা? এ বজরার সবার শরীরে চুল গজাচ্ছে। তোর শরীরে কোনো চুল গজাচ্ছে না কেন?"

এ কথায় লীলা আবারও খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল -" মুল্লুর অভিশাপ একজন মুল্লুর গায়ে কি লাগে রায়বাহাদুর?"

https://boierpathshala.blogspot.com

-" তারমানে!"- রায়বাহাদুরের সারা শরীর এবার যন্ত্রনায় ছিড়ে যাচ্ছে যেন। ওনার মনে হচ্ছে শুধু ওনার শরীরের বাইরে নয় বরং শরীরের ভিতরেও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে গোছা গোছা রাশি রাশি চুল!

-" আপনি জানেন না রায়বাহাদুর, আমিই গোপনে জলন্ধরের কাছে বায়না ধরে সমুদ্রের এইদিকে বজরা ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। আমিই একমাত্র আগে থাকতে জানতাম এই সমুদ্রে মুল্লুচর কোথায়! আপনাকে আপনার নরকে নিয়ে এসেছি এই আমিই। লীলা। একজন মুল্লু! যার পূর্ব পুরুষদের আজ থেকে বহু বছর আগে এমনই কোনো এক রাতে জীবন্ত জ্বালিয়ে মেরেছিল আপনারই প্রপিতামহ!"

-" বেবুশ্যে মা..."- কথাটা শেষ করতে পারলেন না রায়বাহাদুর। তার আগেই ওনার কন্ঠনালী ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল অজস্র চুল! শুধু কি কন্ঠনালী! হাত পা কান গলা এমনকি মাথার ভিতর পর্যন্ত সমস্ত ছিড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি চুল। ওই তো! ওই তো অতল সমুদ্রের বুকে থেকে এই মুহূর্তে আবারও...আবারও ভেসে আসছে সেই রিনরিনে ছড়ার সুর!

-" মানুষ ভিতর থেকে কালো
মানুষ রক্ত বাসে ভালো...
মানুষ নিজেই করে খুন
মানুষ লাগায় যে আগুন,
মানুষ হিংস্র খুবই তাই
মোরা জলেই দিন কাটাই.."

https://boierpathshala.blogspot.com

ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। তার মাঝখানে মোচার খোলের মত ভেসে আছে রায়বাহাদুরের বজরা। তাকে ঘিরে গোল করে ঝাঁক ঝাঁক মাছের মত সমুদ্রের বুকে ঘুরপাক হচ্ছে রাশি রাশি অজস্র চুলের গোছা! চুল নাকি নিরীহ নির্দোষ মানুষদের আর্তি যাদের যুগে যুগে বারংবার বলি হতে হয়েছে ক্ষমতার পেশী আস্ফালনের কাছে?

সারা সমুদ্রের বুক থেকে সমস্ত চরাচর ছাপিয়ে ভেসে আসছে রিনরিনে গলায় ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুর...

" মানুষ পুড়েই হল ছাই
মনুষ্যত্ব বেঁচে নাই!
তাই জলেই এসো সই
মোরা জলের মধ্যে রই...
জলের ভিতর আছে দেশ
তোমার লাগবে সেথায় বেশ
জলে নামবে নাকি সই?
জলের মধ্যে কথা কই..."

লীলার দুই চোখ ভরে গেছে জলে। বজরার ওপর দাঁড়িয়ে সে হাসছে। তার সামনে এই মুহূর্তে পড়ে আছে স্বয়ং রায়বাহাদুর! উহু রায়বাহাদুর তো নয়... স্রেফ রাশি রাশি চুলের একটা ঢিবি। ব্যাস আর কিছু না।

(সমাপ্ত)

https://boierpathshala.blogspot.com